ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩

(২০০৩ সনের ৫ নং আইন)

বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোন দেশে যে কোন যাত্রীর গমনের ক্ষেত্রে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন৷

যেহেতু বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোন দেশে যে কোন যাত্রীর গমনের ক্ষেত্রে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করিবার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

১। এই আইন ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে৷

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

[(ক) “ভ্রমণ কর” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন আরোপ ও আদায়যোগ্য ভ্রমণ কর ও জরিমানা;]

(খ) “জাতীয় রাজস্ব বোর্ড” অর্থ The National Board of Revenue Order, 1972 (P.O. No. 76 of 1972) এর section 3 এর অধীন গঠিত National Board of Revenue;

(গ) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

[* * *]

(ঘ) “সার্ক” অর্থ South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC); এবং

(ঙ) “যাত্রী” অর্থ বাংলাদেশ হইতে অন্য কোন দেশে গমনকারী যে কোন ব্যক্তি;

[(চ) “ভ্রমণ কর কর্তৃপক্ষ” অর্থ ভ্রমণ কর আদায়ের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত Income-tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর section 2 এর clause (19) এবং clause (36) এ বর্ণিত Commissioner of Taxes এবং Inspecting Joint Commissioner of Taxes৷]

ভ্রমণ কর

৩। (১) বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করা যাইবে।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা ভ্রমণ করের হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ভ্রমণ করের হার নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে নিম্ন উল্লিখিত হারে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করা হইবে যথা:-

(ক) উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দূর প্রাচ্যের কোন দেশে আকাশ পথে গমনের ক্ষেত্রে দুই হাজার পাঁচ শত টাকা;

(খ) সার্কভুক্ত কোন দেশে আকাশ পথে গমনের ক্ষেত্রে আট শত টাকা;

(গ) উপ-দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত দেশসমূহ ব্যতীত অন্য কোন দেশে আকাশ পথে গমনের ক্ষেত্রে এক হাজার আট শত টাকা;

(ঘ) যে কোন দেশে স্থল পথে গমনের ক্ষেত্রে পাঁচ শত টাকা;

(ঙ) যে কোন দেশে জল পথে গমনের ক্ষেত্রে আট শত টাকা; এবং

[(চ) বারো বত্সর পর্যন্ত বয়সের যাত্রীদের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (ক), (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে।]

(৪) ভ্রমণ কর আদায়ের পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায়কৃত ভ্রমণ কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) ভ্রমন কর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থা আদায়কৃত ভ্রমণ কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, যেই পরিমাণ ভ্রমন কর সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইবে সেই পরিমাণ ভ্রমন কর এবং উহার উপর মাসিক শতকরা দুই শতাংশ হারে [জরিমানা] উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।]

[(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থা আদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট উহা পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।